টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকমকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

( দাদাঠাকুর )

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল, পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

★

সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৫০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
২রা মে, ১৯৭৩

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

## গ্রামবাংলায় তীব্র জল-সংকট, পুকুর-দীঘি শুকিয়ে কাঠ, মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত

সাগরদীঘি, ২৭শে এপ্রিল—গত বৎসর থেকে একটানা খরার প্রকোপে পুকুর, দীঘি শুকিয়ে গিয়েছে; জলসংকট ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। গ্রামাঞ্চলের নলকূপগুলির জলস্তর নেমে যাওয়ার ফলে অকেজো হয়ে গিয়েছে। মানুষকে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে জলের জন্য হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। হলদী গ্রামের নলকূপগুলি অকেজো হয়ে যাবার ফলে গ্রামবাসীরা এক মাইল দূরে পোপাড়া থেকে তাঁদের পানীয় জল নিয়ে যাচ্ছেন। আবার হরিরামপুর গ্রামের মানুষকে জলের অভাবে পার্শ্ববর্ত্তী পশই গ্রাম থেকে জল এনে পৈতৃক প্রাণটুকু রক্ষা করতে হচ্ছে।

এই অঞ্চলের খরাপীড়িত মানুষের ভাত-কাপড়ের কথা আর নাই বা লিখলাম। যে অঞ্চলে মানুষ অনাহারে মারা যায় আর অর্দ্ধাহারে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটায় তাদের বর্ত্তমান অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সাধারণ মানুষের কাজ নেই—স্বাভাবিকভাবেই চুরি-ডাকাতির উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। খরার প্রকোপ থেকে ঐতিহাসিক সাগর-দীঘিও রেহাই পায়নি। ফলে দীঘির মাঝের কিংবদন্তীর মঠ প্রায় অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। ঐ মঠ দেখার জন্য প্রতিদিন দর্শনার্থীদের ভিড় জমছে।

এই সময় সরকার থেকে শুকিয়ে যাওয়া পুকুর এবং দীঘিগুলির সংস্কারের কাজে হাত দিলে অনেক বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়, ভবিষ্যতে জলাভাব দূর হয়, চাষের জন্য সেচের জল ও মাছের মজুদ ভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়। একমাত্র সাগর-দীঘি সংস্কার করলে চন্দনবাটী, পোপাড়া, সন্তোষপুর, ব্রাহ্মণীগ্রাম, জালবান্ধা, বেরগ্রাম, রতনপুরের মত ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামগুলির ২৬৯-৮২ একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হবে এবং খারিফ ও রবি উভয় শস্যেরই ফলন ভালো হবে। ১৯৬৯ সালে ৩৮১২ ফুট দীর্ঘ এবং ৭৩৩ ফুট চওড়া ৮১ একর ৬০ শতক এই সাগর-দীঘি ( দাগ নং ৯৯২, খতিয়ান নং ৫৫৯ ) সংস্কারের জন্য স্থানীয় ট্যাঙ্ক অফিস থেকে ৭ লক্ষ ৩১ হাজার টাকার একটি পরিকল্পনা রাজ্যের সেচ দপ্তরে ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত সংস্কারের জন্য টাকা মঞ্জুর হয়নি। এই দীঘিতে মাছ চাষ করেও সরকারী কোষাগারে অর্থ জমবার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। কিন্তু সরকার এখনও এ ব্যাপারে নীরব।

বাহাগলপুর, ২৫শে এপ্রিল—বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহে সুতী থানার উমরাপুর অঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ এলাকা মরুভূমির আকার ধারণ করেছে। নদী-নালা-পুকুর সব শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। চাষীরা হাত-পা গুটিয়ে বৃষ্টির জন্য চাতকের মত বসে আছে।

চলতি বছরে মুর্শিদাবাদ জেলার রবি মরশুমে এক লক্ষ আটাত্তর হাজার একর জমিতে সেচের জন্য ৪০টি গভীর নলকূপ, ৭০টি নদী সেচ পাম্প বণ্টন করা হবে বলে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে এই জেলার ২২৯টি অঞ্চলের অন্তর্বর্তী ১৯০১টি গ্রামের জন্য এই সামান্য ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। রবি মরশুমে আশানুরূপ ফসল না হওয়ায় অনেক

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

## রেশনে অব্যবস্থার জন্য দায়ী কে— সরকার না সরকারী আমলারা?

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা মে—কথায় আছে ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর না কাঁড়া। কিন্তু রেশন-ব্যবস্থা ভিক্ষা বা দয়ার দান না, জনসাধারণ অর্থের বিনিময়ে রেশন পান। জঙ্গিপুর পৌর অঞ্চলে রেশন ব্যবস্থার যে অব্যবস্থা নজরে পড়ে তার দায়দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত তা জানবার অধিকার নিশ্চয়ই জনসাধারণের আছে। প্রথমতঃ আমরা জানতে পেরেছি যে, বর্ত্তমানে সরকারী আদেশ বলে গমের বিলি ব্যবস্থায় ২০% 'ব্রেকেজ' চালু হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি রেশনের দোকানে মোট প্রয়োজনের ২০% গম কম দেওয়া হচ্ছে। আমাদের প্রশ্ন এরূপ ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক নয় কি? চাল সরবরাহেও এক অদ্ভুত নীতি জঙ্গিপুরে দেখা যাচ্ছে। সেদ্ধ চালের বদলে কাঁকড়মনি অখাদ্য আতপ চাল, একই বস্তায় নানা রকম চালের সমন্বয়ে নাম-না জানা চাল এখানকার মানুষের জন্য সরবরাহ করা হচ্ছে। অথচ অন্যান্য জায়গায় রেশনে সেদ্ধ চাল সরবরাহের নিয়ম প্রচলিত আছে। জঙ্গিপুরের ক্ষেত্রে সরকার এ কোন্ নীতি গ্রহণ করেছেন?

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৮০ সাল

## '.....ছিনু কী মোহে'

আত্মবিস্মৃত জাতি এই বাঙ্গালী—কথাটি বহুশ্রুত। গৌরবের কি অগৌরবের—আত্ম-সমীক্ষায় তাহা বিচার্য। তবে তাহার আত্মবিস্মৃতি ঐতিহ্যে পরিণত হইয়াছে। দূর অতীত হইতে নানা আঘাত সহিতে সহিতে এখন একটি কোণ সার করিয়াছে যাহার নাম পশ্চিমবঙ্গ—আধুনিক মানচিত্রে অতীত বাংলার একটি ভগ্নাংশের স্থান। তবে স্বভূমেও সে স্বাধিকার বঞ্চিত—নানা দিকে বিড়ম্বিত। বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের বহু কথা শুনা গিয়াছে; আজিকার অবস্থায় তাহা অত্যন্ত বেসুরা লাগে। এই সব কীর্তিকথা যেন আরও ঝিমাইয়া দেয়।

আধুনিক বঙ্গের নগণ্য অঙ্গে আমরা টিকিতে পারি কিনা সন্দেহ জাগে। প্রধান প্রধান ব্যবসায় অঞ্চল, শিল্পনগরীগুলিতে আমরা ক্রম উৎখাত হইতেছি। সে সব জায়গায় অন্যের প্রাধান্য। এই বাংলাতেই বাঙ্গালীর কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব কম। পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী রাজ্য বিহার; সেখানকার এক কর্ণধার কিছুদিন আগে ত বলিয়াই ফেলেন যে, বিহারে বিহারীদেরই কর্মসংস্থান হইবে। বাংলায় আমরা সর্বভারতীয়ত্ববোধের স্বপ্নে বিভোর থাকি। আমাদের কর্ণধারেরা অন্ততঃ সেইরূপ মনোভাব দেখাইয়া সহজ বাহবা কুড়ান এবং অনুষ্ঠানগুলিতে ভারী ভারী পুষ্পমাল্যে ডুবিয়া যান। এই ঘোর তমিস্রায় যেখানে ৬০ লক্ষাধিক বেকার, যেখানে মাত্র ৩ লক্ষের বেকারত্ব ঘুচিয়াছে, সেখানে বেকারত্ব-মোচনে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত কয়েক কোটি টাকা রাজ্য সরকার কিভাবে কাজে লাগাইবেন দেখিবার জন্য সকলেই আগ্রহী হইয়া আছেন।

ব্যবসায়ে বাঙ্গালী ত বদনাম কিনিয়া বসিয়াই আছে। বাংলার বুকে বঙ্গেতরদের অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা। এই সব কোটিপতিরা আজ বঙ্গভাগ্য-বিধাতা। রাজনীতিতে বড়বাজারীদের প্রাধান্য। আবার এই কুবেরদের খেয়ালের মাশুল দিতে সাধারণ মানুষ পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। তাহাদের হাতে আমরা খেলার পুতুল ছাড়া আর কিছু নই; কারণ মসনদী-আখের নষ্ট হইবার সমূহ সম্ভাবনা।

এমত অবস্থায়ও কি ওই আত্মবিস্মৃতির স্বপ্নে বিভোর থাকিতে হইবে? আসামের বুকে বাঙ্গালীর যে হেনস্তা হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। উড়িষ্যায় বাঙ্গালী হটিতেছে। অপরাপর রাজ্যে প্রচণ্ড বাঙ্গালীবিদ্বেষ। বাংলাতে গলাটিপুনিতেও প্রেম বিলান হইয়া থাকে। কিন্তু নিজে বাঁচার ও অস্তিত্ব টিকাইবার শুধু দাবী নয়, কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে সক্রিয় উদ্যোগ প্রয়োজন। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন মহৎ নীতিবোধে উদ্দীপ্ত চারিত্রিক দৃঢ়তা—যে চারিত্রিক দৃঢ়তা রাজ্যকর্ণধারদের মাধ্যমে আর সকলে বর্তাইবে।

## ॥ বন্‌ধ ॥

'বন্‌ধ' শব্দটি শুনিলেই বর্তমানে আমাদের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। শব্দটির অনুপ্রবেশ বেশী দিনের নহে। পূর্বে শুনা যাইত 'হরতাল', 'সর্বাত্মক ধর্মঘট' ইত্যাদি। কিন্তু বোধ হয় এই সকল শব্দের শক্তি অপেক্ষা রাষ্ট্রভাষায় 'বন্‌ধ' শব্দটির জোর অনেক বেশী; তাই বামপন্থী দলগুলিই প্রথম আবিষ্কার করেন এই শব্দটি। তাহার পর অবশ্য বহু বন্‌ধ আমরা শুনিয়াছি এবং পালন করিয়াছি। যেমন—'বাংলা বন্‌ধ', 'কেরালা বন্‌ধ', 'অন্ধ্র বন্‌ধ' ইত্যাদি। এই বন্‌ধ বর্তমানে রাজনৈতিক হাতিয়ারগুলির অন্যতম।

অবশ্য বন্‌ধ আবার অনেকের কাছে বিভীষিকাময়। কেননা পাকস্থলী প্রকোষ্ঠে মাল চালান অনেকের বন্ধ হয়। কিন্তু তাহাতে কি? রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে একটু অসুবিধা তো সহিতেই হইবে। ইহাই তো আমাদের পরম কর্তব্য।

আবার দেখুন, বন্‌ধ আমাদের জীবনের অঙ্গ। জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্‌ধ—ইহারই তো জয়জয়কার। জীবের জন্ম হয় মাতৃগর্ভে বন্ধ হইয়া, আবার ইহলীলা সাঙ্গ হয় দম বন্ধ হইয়া। যদি তুরীয় মার্গে যাইতে চাহেন, সেও তো কুম্ভক করিয়া, তাহার অর্থই হইল কৌশলে শ্বাসবায়ু বন্ধকরণ।

বন্‌ধকে ভয় করিবেন না। কুম্ভক অর্থাৎ শ্বাস বন্ধ অভ্যাস করুন। প্রয়োজন হইলে সাধু সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হউন। তাহার পর যেই শুনিবেন স্বদল—পরদল আজ বন্‌ধ ডাকিয়াছেন, অমনি অতি প্রত্যূষেই কুম্ভক করিয়া তুরীয় মার্গে গমন করুন। তাহা হইলে কোথায় খাবার মিলিবে কিংবা রোজগার বন্ধ বলিয়া আজ কি করিয়া ছেলে-মেয়েদের মুখে একমুঠা ভাত দিবেন—এই সব দুশ্চিন্তার হাত হইতে রেহাই পাইয়া হয়তো পরমাত্মার সহিত মিলনও হইয়া যাইতে পারে। তখন এই যে আপনার মুক্ত আত্মা দেহে বন্ধ হইয়া আছেন তিনিও মুক্তি পাইবেন, আপনিও নিশ্চিন্ত হইবেন!

## পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

### 'চোরের কাছে মামদোবাজি?'

জঙ্গিপুরে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনবিহারী দেবের গোবর্দ্ধন-যাত্রায় বেশ একটু ধুমধাম হইয়া থাকে। অনেক লোক-সমাগম হয় ও প্রায় সকলেই ঠাকুরের অন্ন-প্রসাদ পাইয়া থাকেন। কাজে কাজেই আয়োজনও তদ্রূপ হইয়া থাকে। গত গোবর্দ্ধন-যাত্রায় কে বা কাহারা সন্দেশের ভাণ্ডার হইতে কয়েক হাঁড়ী সন্দেশ গোপনে সরাইয়া ফেলিয়াছিল। সূক্ষ্মদর্শী ম্যানেজার শ্রীযুত বাবু তারিণীপ্রসাদ ধর মহাশয় স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুযোগ্য ম্যানেজার বাহাদুর কয়েকটি দারোয়ানের সাহায্যে সন্দেশের হাঁড়ী কয়টির আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। অবশ্য চোর ধরা পড়ে নাই! ঠাকুর আমার দ্বাপর হইতে এ বিষয়ে নানা প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিতেছেন, বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে ননী চুরি করিয়াছেন। তাঁহার ঘরে চুরি? এ কি হজম করার জো আছে?

জঙ্গিপুর সংবাদ
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩২৩
ইং ১লা নভেম্বর, ১৯১৬

## জল নিষ্কাশন প্রকল্পে বাধা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে এপ্রিল—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, পৌরসভা ফাঁসিতলা বাজারের সন্নিকটে দুর্গন্ধময় নোংরা জল নিষ্কাশনের জন্য উন্নয়ন তহবিল হতে একটি নর্দমা তৈরীর পরিকল্পনা নেন। এই নর্দমা তৈরী করতে হলে স্থানীয় রাও যোগীন্দ্র-নারায়ণ সরাইখানার কিছুটা জমির প্রয়োজন। সেই কারণে পৌরসভা স্থানীয় মহকুমা-শাসক যিনি সরাইখানা ট্রাষ্টী বোর্ডের স্থানীয় অধিকর্ত্তা তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, মহকুমা-শাসক ট্রাষ্টী দলিলের সর্ত্ত অনুযায়ী ঐ অনুমতি দানের অধিকারী নন বলে পৌরসভাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আমরা দলিলের সর্ত্ত অবগত নই। কিন্তু যদি সত্যিই মহকুমা-শাসক অধিকারী না হন তবে কোন্ অধিকার বলে তিনি সরাইখানা গৃহে ভাগীরথী প্রাইমারী স্কুল, চরকা সঙ্ঘের সুতা কাটার স্কুল, মহিলা সমিতি, গান ও সেলাই-এর স্কুল এবং ঐ একই ট্রাষ্টের অধীন ম্যাকেঞ্জী পার্ক হলে স্থানীয় অফিসারদের ক্লাব চালাবার অনুমতি দিয়েছেন? মহকুমা-শাসকের যদি ঐ সমস্ত সংস্থাকে অনুমতি দানের অধিকার থাকে তবে নিশ্চয়ই জনস্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে নর্দমা তৈরীর অনুমতি দেবার অধিকারও থাকা উচিত নয় কি?

আমরা স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনে এবং তাঁদের স্বাস্থ্য রক্ষায় এই প্রকল্পের বাধা দূরীকরণে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যিনি ঐ ট্রাষ্টী বোর্ডের সর্ব্বোচ্চ আধিকারিক তাঁর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের আবেদন জানাচ্ছি।

---

## হার ছিনতাই

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে এপ্রিল—গত ১৯শে এপ্রিল রাত্রি ৮টা নাগাদ জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে বৈদ্যুতিক বিপর্যয়ের ফলে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কয়েকজন দুর্বৃত্ত জনৈকা ভদ্রমহিলার গলা থেকে হার ছিনতাই করে। ভদ্রমহিলার চীৎকারে ঘটনাস্থলে অন্যান্য যাত্রীরা ছুটে আসার আগেই দুর্বৃত্তেরা পালিয়ে যায়।

---

## চার বৎসরের পুরনো ঔষধ বিক্রীর অভিযোগ

নিমতিতা, ২৬শে এপ্রিল—স্থানীয় লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঔষধ বিক্রেতা শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস বেশ কিছুদিন থেকেই তিন-চার বৎসরের পুরনো মজুদ ঔষধ বিক্রী করছেন যা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ১৯৬৯ সালে ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেছে এমন কয়েকটি ট্যাবলেট জনৈক ক্রেতাকে দিলে ব্যাপারটি ধরা পড়ে যায় এবং কয়েকজন যুবক তাঁর দোকানের পুরনো মজুদ ঔষধগুলি নষ্ট করতে বাধ্য করেন।

---

## ॥ ধর্ম-সংস্কৃতি সম্মেলন ॥

অরঙ্গাবাদ, ২২শে এপ্রিল—গত ৮ই এপ্রিল থেকে ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত স্থানীয় হিন্দু মিলন মন্দিরে বাসন্তী পূজা উপলক্ষে বিরাট ধর্ম-সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মে নে ধর্মসংস্কৃতি ছাড়াও শিক্ষা, ব্যায়াম ও যোগাসন প্রদর্শন করা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজের 'আদর্শ' ছাত্রছাত্রীদেরকে পুরস্কার বিতরণ করেন মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুলসমূহের পরিদর্শিকা শ্রীমতী শান্তিলতা দাস। এই সম্মেলনে ভাষণ দেন জনসংঘ দলের বিশিষ্ট নেতা শ্রীহরিপদ ভারতী।

## ॥ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ॥

তিলডাঙ্গা, ১৩ই এপ্রিল—গতকাল ফরাক্কা থানার কেন্দুয়া গ্রামের কাছে একটি ডোবার ধারে মাটি চাপা দেওয়া অবস্থায় আজিজুর রহমান (১২) নামে জনৈক বালকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, ঘটনার দিন তার দাদা কলিমদ্দিন আটাশ টাকা দিয়ে ধুলিয়ানে তাকে দোকানের জিনিসপত্র কেনার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি, পথিমধ্যেই কে বা কারা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

রেলসূত্রের অপর এক সংবাদে প্রকাশ, রেলের বিশিষ্ট ঠিকাদার শ্রীবি, কে, জৈনকে সম্প্রতি নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করা হয়েছে। গত ৬ই এপ্রিল লালবাগ কোর্ট রোড ষ্টেশনের আপ আউটার সিগন্যালের কাছে রক্তাপ্লুত অবস্থায় রেল পুলিশ শ্রীজৈনের মৃত-দেহ উদ্ধার করে। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

## ঘূর্ণিবাত্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

### বাড়ী চাপা পড়ে ১ জন নিহত, ৩ জন আহত

সাগরদীঘি, ২৮শে এপ্রিল—গতকাল রাত্রি ১টা নাগাদ এই এলাকার উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়। পোপাড়ায় আধকাটা একটা বটগাছ মুনী ঘোষের বাড়ীর উপর ভেঙ্গে পড়লে ঘুমন্ত অবস্থায় চার ভাইবোন গুরুতরভাবে আহত হয়। হাসপাতালে ভর্ত্তি করার পর ভাই প্রদীপ ঘোষ (১৪) মারা যায়। তিন বোনের মধ্যে একজনকে আশংকা-জনক অবস্থায় বহরমপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকী দুই বোন বর্ত্তমানে আরোগ্যের পথে।

গত ২২শে এপ্রিল এই থানার হড়হড়ি এবং ছামুগ্রামের উপর দিয়ে আকস্মিক এক ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহের ফলে প্রায় ৫৫টি বাড়ী ধূলিসাৎ হয়। কেবলমাত্র হড়হড়ি গ্রামেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ৪৫। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক কুড়ি হাজার টাকা। কোন রকম প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায়নি।

---

## বজ্রাঘাতে মৃত্যু

জঙ্গিপুর, ২৮শে এপ্রিল—গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার রাধানগর গ্রামের জনৈকা মহিলা বজ্রাঘাতে মারা যান। মাঠ থেকে বাড়ী ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

---

## ক্র্যাশস্কীমের চার টন কয়লা বাজেয়াপ্ত

শ্রীপ্রদীপকুমার মুখার্জীর অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সাগরদীঘি ব্লকে ক্র্যাশ-স্কীমে কয়লা সরবরাহকারী কন্ট্রাক্টার শ্রীসত্যনারায়ণ ঘোষ চৌধুরীর চার টন কয়লা বাজেয়াপ্ত করেন। কয়লার নামে পাথর সরবরাহ করা হচ্ছে—শ্রীমুখার্জীর এই অভিযোগক্রমে মহকুমা শাসক গত ২রা এপ্রিল একজন পদস্থ অফিসারকে তদন্তের জন্য এখানে পাঠান। তদন্তের পর ঐ সংশ্লিষ্ট অফিসার শ্রীঘোষ চৌধুরীর চার টন কয়লা বাজেয়াপ্ত করেন এবং মহকুমা শাসকের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

## উৎসব ও অনুষ্ঠান

মির্জাপুর, ১৪ই এপ্রিল—স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবে এক প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে নববর্ষ এবং ক্লাব প্রতিষ্ঠা দিবস বিপুল উৎসাহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। পতাকা উত্তোলন এবং অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক অনুপকুমার ঘোষাল।

সাগরদীঘি—

গত ১৪ই এপ্রিল সেখদীঘি হাই স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকরা বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে 'টিপু সুলতান' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

মির্জাপুর, ১৫ই এপ্রিল—আজ মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে মির্জাপুর জৈন সম্প্রদায়ের এক বর্ণাঢ্য মিছিল সারা গ্রাম পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে ধর্মালোচনা ও ধর্মসঙ্গীতের পর একটি হিন্দী নাটক অভিনীত হয়।

## ভলিবল প্রতিযোগিতা

গনকর, ২৯শে এপ্রিল—আজ গনকর রবীন্দ্র সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত ভলিবল প্রতিযোগিতায় মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব শিবরাম স্মৃতি-পাঠাগারকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। এম, এল, এ শ্রীনৃসিংহ মণ্ডল বিজয়ী ও বিজেতা দলকে মানপত্র প্রদান করেন।

## তুঘলকী মনোভাব ?

অরঙ্গাবাদ, ২৯শে এপ্রিল—গতকাল ৩৪নং জাতীয় সড়কের সাজুর মোড়ে সুতী থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বিনা প্ররোচনায় গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের পাথরবাহী একটি ট্রাকের ( নং ডব্লিউ, জি, কিউ ১০১৯ ) চালককে এবং মহেন্দ্র সিং নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেন। পরে বংলায় কি সব লিখে তাদের কাছ থেকে সহি করিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। পাথর সমেত ট্রাকটিকে থানায় আটকে রাখা হয়েছে।

## অচল এক্সরে যন্ত্র

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা মে—জঙ্গিপুর মহকুমা হাস-পাতালের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অচল এক্সরে যন্ত্র মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। হাস-পাতাল কর্তৃপক্ষ যদিও নিয়মমাফিক কিছুটা চেষ্টা করছেন কিন্তু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ মোটেই এদিকে নজর দিচ্ছেন না। অবিলম্বে এই যন্ত্রটিকে সচল করতে না পারলে মানুষের হয়রানের অবসান ঘটবে না।

## নিলামের ইস্তাহার

### চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই মে

২/৮৯ মনি ডিঃ ঊষারাণী দাসী দেঃ ভারতী মণ্ডল দাবি ৪৬৬২ থানা সুতী মৌজে নাজিরপুর ৬৭৬ শতকের কাত ৯।৵৮ তন্মধ্যে ৪০ শতকের কাত ॥০ আং ৫০৲ খং নং ৮২ রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৩২ শতক মধ্যে ১৬ শতকের কাত ১২ পঃ আনুমানিক ২৫৲ খং নং ৩০৮ ঐ স্বত্ব ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ২০ শতকের কাত পরতামত ১২ পঃ আঃ ২৫৲ খং নং ৩৩১ ঐ স্বত্ব

৬/৭২ মনি ডিঃ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার-গণ দেঃ গোবর্দ্ধন দাস মৃতান্তে ওয়ারিশ নন্দরাণী দাসী দেঃ দাবি ৯৯-৮৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গিপুর ২ শতক জমি পরতামত খাজনা ৩৵৯ মায় তদুপরিস্থিত পোক্তা গৃহাদি ইট, কাঠ, কপাট, চৌকাঠ নওয়াজিমা সহ আঃ ৫০৲ খং নং ৬২৫ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৭ শতকের কাত ৩।৵ মায় তদুপরিস্থিত বৃক্ষাদি পোক্তা দ্বিতল গৃহাদি আঃ ৬০৲ খং নং ৬৩০

১৩/৭২ অনুজারী ডিঃ নসেদ আলী সেখ দেং রহিমবক্স বিশ্বাস দাবি ৯৬৮৭ থানা সুতী মৌজে বালিয়াঘাটী ৪৮ শতকের কাত হারাহারি মতে ১॥০ আঃ ৫০৲ টাকা খং নং ২৪৪ রায়ত স্থিতিবান

১/৭৩ মনি ডিঃ হাজী দাউদ মণ্ডল দেং নরেন্দ্রনাথ সরকার দাবি ১৭৮০ ৩০ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে আশ্রফনগর ১২৫ শতক মধ্যে ।০ অংশে ৩১।০ শতকের কাত খাজনা মত ২।১৫ আঃ ১৪০০৲ খং নং ২৫৭ রায়ত স্থিতিবান।

### চৌকী জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে মে

১/৭৩ মনি ডিঃ গোপালচন্দ্র হালদার দেং নিরঞ্জন হালদার দাবি ৯৯১৲ থানা ফরাক্কা মৌজে ভৃগুরামপুর ৫৭ শতকের কাত ১।০ আঃ ৫০০৲

## চিত্র প্রদর্শনী

লালবাগ—"রোদ" পত্রিকা আয়োজিত শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তীর চিত্র প্রদর্শনী গত ১৮ই হ'তে ২২শে এপ্রিল পর্য্যন্ত স্থানীয় বান্ধব সমিতি ক্লাবে প্রদর্শিত হয়। এই প্রদর্শনীতে সর্ব মোট ৫২টি চিত্র ছিল। তার মধ্যে (১) খুনী, (২ পিলার (৩ স্বপ্ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই ধরণের কালি ও কলমের কাজে যে কি ধরণের অসাধারণ মনন এবং অমানুষিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় রসজ্ঞ দর্শক মাত্রেই তা কল্পনা করতে পারবেন। তাছাড়া সোনালী বিকেল, রোদ্দুর, ঝড় প্রভৃতি ছবি শিল্পীর বলিষ্ঠ শিল্পের স্বাক্ষর এবং উচ্চ প্রশংসাবাদার্হ।

বাংলা ভাষায় প্রথম রাজস্ব জরীপের ইতিহাস—

**প্রাচীন জরীপের ইতিকথা**

মূল্য : ছয় টাকা

লেখক—**শ্রীঅরুণকুমার মজুমদার**

প্রাপ্তিস্থান—ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী

বহরমপুর ( মুর্শিদাবাদ )

## সারা বাংলা কবি সম্মেলন

লালবাগ, ১৯শে এপ্রিল—আজ স্থানীয় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রবাহ আয়োজিত সারা বাংলা কবি সম্মেলনে এপার বাংলা ওপার বাংলার ৭২ জন কৃতী কবি-সাহিত্যিক অংশ গ্রহণ করলেন। উপস্থিত কবিদের মধ্যে ছিলেন—শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, অনুপ ঘোষাল, সমীর দে, পলাশ মিত্র, শ্যামা দে, ভোলানাথ শীল প্রভৃতি। মধ্যাহ্ন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দেবকুমার বসু। সম্মিলিত কবি পরিচিতির পর 'কবিতার আধুনিকতা কি ও কেন ?' এই বিষয়ে আলোচনা হয়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শ্যামা দে, ভোলানাথ শীল, সুধীর বসু, অনুপ ঘোষাল, পলাশ মিত্র ও শান্তনু দাস। সান্ধ্য অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন শুদ্ধসত্ত্ব বসু। সাহিত্যিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এই অধিবেশনে আলোচনা হয়। নক্ষত্র পুরস্কার ( ৫০০ টাকা ) লাভ করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সব শেষে অভিনীত হয় কাব্যনাট্য 'মনের মিনারে।'

## বিজ্ঞপ্তি

বাদী—বিবি নজিমন স্বামী জবেদ আলী সাং কুলিগ্রাম থানা ফরাক্কা

বনাম

কুলিগ্রামের সাধারণ পক্ষে ও স্বয়ং ১। জুব্বের সেখ পিতা ইউনুস সেখ ২। টি, এস্ নুরনবি ৩। খুরসেদ সেখ ৪। মুরসেদ সেখ সাং কুলিগ্রাম থানা ঐ

এতদ্দ্বারা থানা ফরাক্কা অধীন কুলিগ্রামের জনসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে উক্ত বাদিনী বিবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে ও কুলিগ্রামের জনসাধারণ-এর বিরুদ্ধে দেঃ কাঃ আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে মোকর্দ্দমা করিয়া নালিশী ২৭৮১ নং খতিয়ানের, ২৪৭৮/৫৬২০ নং দাগের ৫ শতক ভূমি বাদিনীর স্বত্বীয় ও দখলীয়। উহা বর্ত্তমান R/S রেকর্ডে ২৩নং কলমে পত্র দাগের পশ্চিম দিকে /১৬ গণ্ডা অংশে বিবি নজিমন এর নিকাশবক্রো অংশ গ্রাম্য বালক বালিকার খেলিবার স্থান। এই মন্তবালিপি বে-আইনী ভিত্তিহীন ও ultravires সাব্যস্ত জন্য অত্রাদালতে স্বত্ব থাকা সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন এ মতে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কুলিগ্রামবাসী জনসাধারণের কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৯৭৩ সালের ১২।৫ তারিখে দর্শাইবেন। এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া গেল।

By Order of the Court
Sheristadar, 2nd. Munsif's Court,
Jangipur.

---

রঘুনাথগঞ্জ পুরাতন হাসপাতালের পিছনে প্রায় ৮৫ শতক বাসোপযোগী জমি প্লটে বা একত্রে বিক্রয় হইবে। অনুসন্ধান কেন্দ্র অশ্বিনী রায় ( খুদুবাবু ) জরুর বা মুকুল রায় S. D. O. কোর্ট, জঙ্গিপুর।

শ্রীসলিলকুমার রায়, জরুর

---

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক প্রবন্ধ "জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস" অনিবার্য্য কারণবশতঃ বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না।

সম্পাদক—জঙ্গিপুর সংবাদ

## চিঠি-পত্র

( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন )

### ফরাক্কা ব্যারেজ স্কুল প্রসঙ্গে

মহাশয়, ২৫শে এপ্রিল ১৯৭৩ তারিখের "জঙ্গিপুর সংবাদে" ফরাক্কা ব্যারেজ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রসংগে প্রকাশিত সংবাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। অভিভাবকগণ বিদ্যালয় ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছেন এবং ইতিপূর্ব্বে ১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালের বিভিন্ন সংকটে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সকল সময় সাহসের সঙ্গে সাহায্য করেছেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁরা অপারগ, কারণ বিভিন্ন ঘটনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে প্রধান শিক্ষক মহাশয় গায়ের জোরে কর্তৃপক্ষকেও অমান্য করেন এবং কর্তৃপক্ষ নীরবে তা অজ্ঞাত কারণে সহ্য করেন। যাঁদের হাতে প্রশাসন ন্যস্ত তাঁরাই যদি কোন অজ্ঞাত শক্তির ভয়ে ভীত হন তবে আমরা, নিবিবাদী অভিভাবকেরা কি করতে পারি ?

প্রধান শিক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক কর্ত্তৃপক্ষকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি :—

(১) প্রধান শিক্ষক মহাশয় কিছু আবেগপ্রবণ সুকুমার মতি ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতির খেলায় মেতেছেন, এবং বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন যেভাবে অবহেলিত হচ্ছে সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে অক্ষম হয়েছেন।

(২) সুপারিণ্টেণ্ডিং ইন্‌জিনিয়ার শ্রীডি, এন. রাও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পরিচালনা ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক যে অসহযোগিতা করেছিলেন সেই প্রসংগে ১৫।৩।৭৩ তারিখের ১২৭৫ (২) নম্বর চিঠিতে তিনি প্রধান শিক্ষক শ্রীডি, পি, রায়কে জানিয়েছেন : "But unfortunately your hand of co-operation was not extended to this committee so far and you did not attend any meeting of this committee." এই অসহযোগী গেজেটেড অফিসারটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কার ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষ নীরব ?

(৩) সেণ্টার কমিটির ২২।৩।৭৩ তারিখের সভায় গৃহীত প্রস্তাব : "It was noted with regret that Sri D. P. Roy, Headmaster, failed to attend the meeting." কেবলমাত্র অসহযোগিতার উল্লেখই কি যথেষ্ট ? কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে নির্দ্দেশ পালন করাতে ব্যর্থ হয়েছেন কেন ? কার ভয়ে ?

(৪) কোন একটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিক্রেতার কাছ থেকে ভুয়া বিল সংগ্রহ করে ৮০০ টাকার বেশী পরিমাণ টাকা প্রধান শিক্ষক আসবাবপত্র সারানোর নামে আত্মসাৎ করেছেন কিন্তু কর্তৃপক্ষ নীরব কেন ?

(৫) জেনারেল ম্যানেজারের ৯ই এপ্রিল ১৯৭৩ তারিখের ৪৬৩৩ (৭) নম্বর চিঠির নির্দ্দেশ অমান্য করে তিনি প্রধান শিক্ষকের কার্যভার হস্তান্তরে অস্বীকৃত হন। কার ভয়ে জেনারেল ম্যানেজার প্রধান শিক্ষককে কার্যভার হস্তান্তরে বাধ্য না করে সামান্য একাংশ ছাত্রদের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি কেবলমাত্র অন্য একজন প্রধান শিক্ষকের নিকট দায়িত্ব অর্পণ করবেন এবং জেনারেল ম্যানেজারের নির্দ্দেশিত ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করবেন না।

এখন প্রশ্ন যাঁর বা যাঁদের ভয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ভীত, আমাদের মত অসহায় অভিভাবকরা যদি তাঁকে বা তাঁদের ভয় করেন তবে কি সেটা অন্যায় করা হবে ? এই ভীতির পরিবেশ দূর করে সুস্থ পঠন-পাঠনের পরিবেশ রচনা করতে কর্ত্তৃপক্ষ কী ধরণের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন সেটাই এখন দ্রষ্টব্য।

প্রধান শিক্ষক যতক্ষণ বিদ্যালয় পরিত্যাগ না করবেন ততক্ষণ সুস্থ পরিবেশ রচনা কখনই সম্ভব নয় এবং অভিভাবকদেরও কিছু করণীয় নেই।

জনৈকা অভিভাবিকা, ফরাক্কা ব্যারেজ ( মুর্শিদাবাদ )

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।

পরিশ্রম নেই,

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।



খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

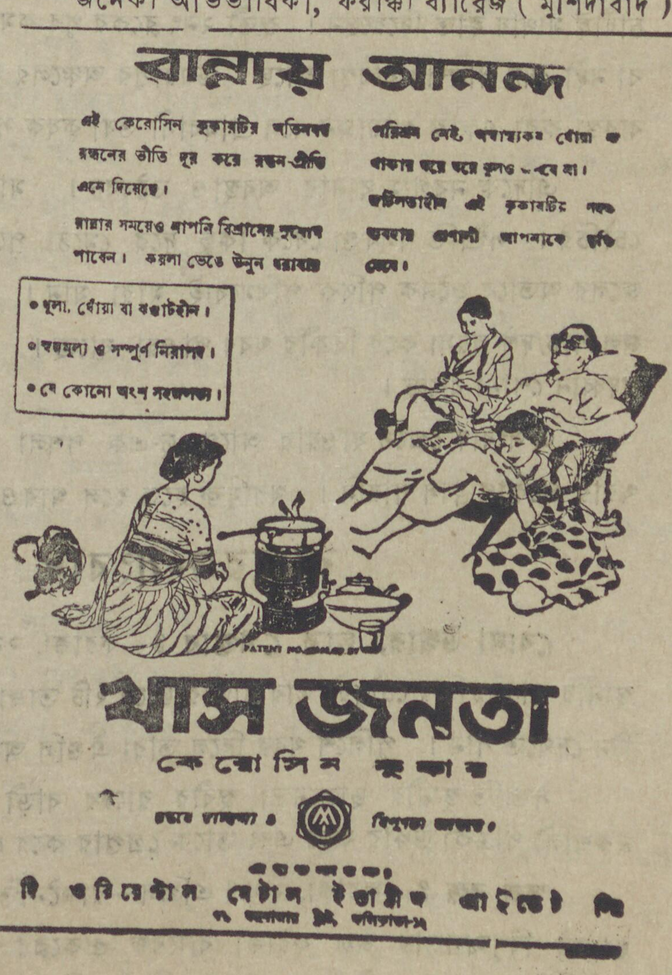

## উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের গাফিলতির নমুনা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৪শে এপ্রিল—পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের গাফিলতির একটা নমুনা ধরা পড়েছে গত ১৭ই এপ্রিল জঙ্গিপুর স্কুলের ভূগোল প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা গ্রহণের পনেরো মিনিট আগে। পর্ষদ স্কুলের ৪১ জন পরীক্ষার্থীর জন্য প্রশ্নপত্রের বাণ্ডিলের গায়ে '৪১' লিখে পাঠিয়ে দেন। পর্ষদের নিয়মানুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণের পনেরো মিনিট আগে প্রধান শিক্ষক প্রশ্নপত্রের প্রেরিত বাণ্ডিলটি খুলে দেখেন ঐ বাণ্ডিলে একচল্লিশটি প্রশ্নপত্রের কথা লেখা থাকলেও আছে মাত্র ২৫টি। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারীকে ফোনে এ ব্যাপারে জানিয়ে সন্তোষজনক কোন উত্তর না পাওয়ায় বাকী ১৬ খানি প্রশ্নপত্রের কার্বণ কপি করে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা গ্রহণ করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ আজ আবার ফোন করেন এবং রেজিষ্ট্রিযোগে দুইখানি চিঠি পর্ষদে পাঠান ( চিঠির নং ৩৬৫/এইচ, তাং ১৭-৪-৭৩ এবং ৩৬৬/এইচ তাং ২৪-৪-৭৩ ) শেষ পর্যন্ত পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীএ, গুপ্ত ফোনে স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানান যে কার্বণ কপি করে যাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল তাদের উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং ঐ ১৬ জনকে পুনরায় পরীক্ষায় বসতে হবে। কিন্তু সঠিক কবে পরীক্ষা হবে তা পর্ষদ ঘূণাক্ষরেও স্কুলকে জানাননি। ফলে ঐ ১৬ জন পরীক্ষার্থী মাথায় হাত দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বিগত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জঙ্গিপুর কেন্দ্রে আরবী পরীক্ষার দিন সেকেণ্ডারী সিলেবাসের পরিবর্ত্তে হাই মাদ্রাসার প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়েছিল। এইভাবে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার পর্ষদকে কে দিয়েছে? তাঁদের এই ধরণের গাফিলতির পূর্ণ তদন্ত হোক।

১ম পৃষ্ঠার পর, [ **খরা সংবাদ** ]

চাষীই মাথায় হাত দিয়েছেন। সুতী ২নং ব্লকের খুব কম গ্রামেই গভীর নলকূপ বা নদী সেচ পাম্পের ব্যবস্থা আছে। উমরাপুর অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন বলে গ্রামবাসী তথা কৃষক সম্প্রদায় মনে করেন।

এদিকে নবগ্রাম থানার অবস্থাও তথৈবচ। মাঠ-ঘাট শুকিয়ে ফেটে চৌচির। সম্প্রতি পলষণ্ডা থেকে কিছু দূরে মেঠো পথে ঘরে ফেরার সময় জলের অভাবে জনৈক পথিক পথিমধ্যেই মারা যান। পাঁচগ্রামে প্রতি গ্লাস জল পাঁচ/দশ পয়সা করে বিক্রীর খবর পাওয়া যাচ্ছে। মির্জাপুরেও দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এ সংবাদ প্রেসে যাওয়ার আগে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। তবুও খরার প্রকোপ হ্রাস পায়নি। খরামুক্ত হতে হলে আরও বৃষ্টি প্রয়োজন।

## ব্যারেজ-সংবাদ

**বোমা উদ্ধার, ছাত্র গ্রেপ্তার ঃ** ফরাক্কা, ২৯শে এপ্রিল—গতকাল স্থানীয় ছাত্র সুপ্রিয় চৌধুরী তাঁর বাড়ীর ছাদে ২টি তাজা বোমা এবং পেট্রোলের টিন দেখতে পান। পুলিশে খবর দিলে তারা ঐগুলি আটক করে।

সম্প্রতি স্থানীয় ছাত্রনেতা সুবীর রায়ের বাড়ী তল্লাসী করে পুলিশ নকশালী পত্রিকা উদ্ধার করে এবং তাকে গ্রেপ্তার করে।

**স্কুল বন্ধ ঃ** ফরাক্কা, ২৯শে এপ্রিল—রাজনৈতিক আবর্ত্তে কিছুসংখ্যক ছাত্রের বিশৃঙ্খলতার জন্য ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য এই বিদ্যালয় বন্ধের নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

## পরলোকে ডাঃ বি, এন, দাস

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা মে—আজ বেলা ১০টা নাগাদ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের রেজিওলজিষ্ট ডাঃ বৈদ্যনাথ দাস হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। প্রকাশ, এক মুমূর্ষু রোগীকে ভর্ত্তি নিয়ে হাসপাতালের জনৈকা কর্মীর সাথে তাঁর বাক্‌বিতণ্ডা হয় ফলে তিনি উত্তেজিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে হাসপাতালে শোকের ছায়া নেমে আসে।


খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের মধ্যে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,



দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

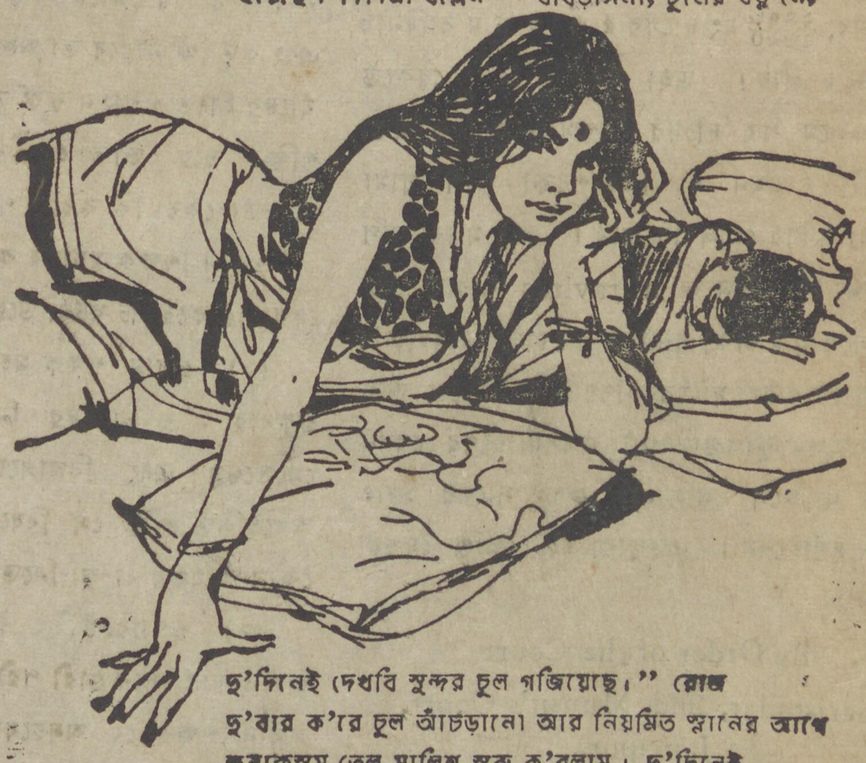

জবাকুসুম কেশ তৈল



সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-96.B


রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত